দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) তাও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ জন্য সরকারের আইন সংশোধন করা প্রয়োজন বলে জানান তিনি।

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা এবং সমাধানের বিষয়ে আমাদের সময়ের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, এখন শিক্ষা আইন চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে সরকার। শিক্ষানীতির সব বিষয় বাস্তবায়িত হলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, মানবসম্পদ বিনির্মাণে বড় হাতিয়ার শিক্ষা। সেখানে বিনিয়োগ একটি বড় বিষয়। এ বছর শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এজন্য সরকারকে সাধুবাদ। এর সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জও আছে। সেটা হলো, খরচের সক্ষমতা আছে কিনা। তার মতে, সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে চাইলে জিডিপির ৪ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ লাগবে শিক্ষায়, যা আমরা বিগত বছরগুলোয় দেখেছি জিডিপির ২ শতাংশেরও কম ছিল। এবার লক্ষ করছি জিডিপির ২.৪ শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দ। মানসম্পন্ন শিক্ষার সঙ্গে দক্ষ শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ, দক্ষ শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য বরাদ্দের অর্থ যথাস্থানে যথাসময়ে ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে গেলে সরকারকে তিন রকম পরিকল্পনা করতে হবে– এখনই কী করা যেতে পারে, স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে আসবে অবকাঠামো নির্মাণ, দক্ষ প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ। এ ছাড়া ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন। এসব বড় চ্যালেঞ্জ।

তিনি বলেন, এজন্য প্রয়োজন অ্যাকশন প্ল্যান। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে ম্যাপিং করা। কিন্তু সেই ম্যাপিং কোথায়? আমি তো জানি না কোথায় কোন অবস্থানে আমার কতগুলো স্কুল আছে। ব্যানবেইসের কাছে তথ্য আছে। তারা চাইলে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। এর ভিত্তিতে অ্যাকশন প্ল্যান করা দরকার। যত দ্রুত সরকার এটা করবে, ততই মঙ্গল।

রাশেদা কে. চৌধুরী মনে করেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এখন যা হচ্ছে, পঞ্চম শ্রেণির পাঠক্রম পড়ে একজন শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণিতে গেলে তার কাছে মনে হয়, পুকুর থেকে নদীতে পড়ে যাওয়া। এ রকম হাবুডুবু খেতে হয় আমাদের শিক্ষার্থীদের। দুই শ্রেণির মধ্যে বিশাল ফারাক। ধারাবাহিক পাঠক্রম তৈরি করলে এই হোঁচট খেতে হবে না শিক্ষার্থীদের।

তিনি বলেন, শিক্ষার ভিত্তিমূল হচ্ছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। পৃথিবীতে এটি মৌলিক শিক্ষা হিসেবে পরিচিত। সম্প্রতি এসডিজির ৪-এ যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে বলা আছে, ৯ বছরের মৌলিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন শিক্ষা হবে ৯ বছরের। এখানে এসডিজি আমাদের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ আমাদের প্রাক-প্রাথমিক যদি ধরি, এখন এক বছরের (এটা নাকি দুই বছর করা হবে) তা হলে প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৯ বছর হয়, যা এসডিজিতে বলা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর বাস্তবায়নে যেমন নীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে। অন্যদিকে আমরা এসডিজির শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে হাঁটছি। রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো, শ্রেণি থেকে শ্রেণিতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা; শিক্ষক একীভূত করা এবং কারিকুলাম পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা। এরপর অবকাঠামো এমনিতেই হয়ে যাবে। তার মতে, শিক্ষকদের একীভূত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষাগতযোগ্যতা আর শিক্ষকতায় দক্ষতা– দুটো ভিন্ন জিনিস। শিক্ষকতার জন্য যোগ্যপ্রার্থী কিনা এজন্য একটি অ্যাটিচ্যুড (মানসিকতা) পরীক্ষা নেওয়া হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আমাদের দেশে এখনো সে রেওয়াজ গড়ে ওঠেনি। রাশেদা কে. চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হলে বৃত্তি দেওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মেধাবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে, আবার উপবৃত্তিও দেওয়া হচ্ছে। একটা সময় পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি প্রদানে বৈষম্য ছিল। বাছাই করা কয়েকজন শিক্ষার্থীর দিকে স্কুলের সব শিক্ষক মনোনিবেশ করতেন। এরপর সমাপনী পরীক্ষা সারা দেশে হওয়ায় বৈষম্য দূর হয়েছে। তবে এই সমাপনী পরীক্ষা আমরা বাদ দেওয়ার কথা বলছি। কারণ এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে উদগ্রীব থাকেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা। শিক্ষার্থীরা সারা বছর ক্লাসে পড়ল কিনা, সেটা কোনো গুরুত্ব পাচ্ছে না। সমাপনীতে ভালো করতে হবে– এই চিন্তায় কোচিং, প্রাইভেট নিয়ে ছোটাছুটি করেন তারা। সমাপনী বাদ দিয়ে ক্লাসের নিয়মিত মূল্যায়ন, সেটা তিন মাসে হোক আর ছয় মাসে হোক; হতে পারে। এর ফলের ভিত্তিতে এবং উপজেলাভিত্তিক একটা পরীক্ষা নিয়ে প্রাথমিক বৃত্তি দেওয়া যেতে পারে।

সাক্ষাৎকারে রাশেদা কে. চৌধুরী

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করতে অ্যাকশন প্ল্যান দরকার

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করতে সরকারের এখনই একটি অ্যাকশন প্ল্যান করা উচিত বলে জানিয়েছেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই উপদেষ্টা আরও বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা আইনে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়েছে। এখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক করা হলে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪